পুলিশ : বর্বর হামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি তোফাজ্জল ইসলামকে গতকাল শামসুন্নাহার হলে পেয়ে নির্যাতিত ছাত্রীরা অশ্রুসিক্ত নয়নে এভাবেই তাঁদের নৃশংস প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি গতকাল তদন্তের সুবিধার্থে সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছুক ছাত্রীদের নিয়ে ঘটনাস্থল দেখতে শামসুন্নাহার হলে যান। এ সময় ২৪ জন ছাত্রী ছাড়াও তার সঙ্গে ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব তাহমিনা হোসেন, উপ-সচিব নাজমা হাসিন এবং সিনিয়র সহকারী সচিব এনামুল হক। হল প্রভোস্ট হাবিবা খাতুন ও কয়েকজন হাউজ টিউটর তাদের হলটি ঘুরে দেখান। হল পরিদর্শন শেষে বিচারপতি তোফাজ্জল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেছেন, সংশ্লিষ্ট সবার সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে তদন্ত কমিশন সত্য উদঘাটন করবে। তবে এজন্য এক সপ্তাহের সময়সীমা পর্যাপ্ত নয়। আরও দুই সপ্তাহ সময় চাওয়া হতে পারে। বিচার বিভাগীয় কমিশন গতকাল সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করেছে।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) অস্থায়ী কার্যালয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হচ্ছে। গতকাল ছিল ছাত্রীদের সাক্ষ্য গ্রহণের দিন। কমিশনের কাছে এর আগে ২৪ জন ছাত্রী সাক্ষ্য প্রদানের জন্য নাম লিখিয়েছিলেন। গতকাল সকাল ১০টার দিকেই তারা নায়েমে হাজির হন। মঙ্গলবার রাতের ঘটনায় নির্যাতিত এবং গ্রেফতারকৃত ১৮ ছাত্রী কমিশনের কাছে এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘটনার বিবরণ পেশ করেন। দুপুর ১১টার দিকে ছাত্রীদের নিয়ে কমিশন শামসুন্নাহার হল সরেজমিন পরিদর্শনে যান। বিচারপতি তোফাজ্জল ইসলাম হল প্রভোস্টের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য তালিকাভুক্ত ছাত্রীরা ওই হলের ছাত্রী কিনা তা নিশ্চিত করার অনুরোধ করেন। এরপর তিনি হল পরিদর্শনে যান। এক সপ্তাহ পর হলে ফিরে এসে অঝর ধারায় কেঁদে ফেলেন ঝুমুর। তার বন্ধুরা ঝুমুরকে সান্ত্বনা দেন।

তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান ও প্রভোস্ট অঙ্গনের নিয়ে অনার্স বিল্ডিং পেরিয়ে মাস্টার্স বিল্ডিংয়ের টিভি কক্ষ অতিক্রম করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ১৩৫ নম্বর কক্ষের সামনে যান। এখানেই মঙ্গলবার রাতে ছাত্রদলের বহিষ্কৃত নেত্রীরা অবস্থান করছিলেন। নির্যাতিতা ছাত্রী সেলিনা ও শিপা বিচারপতি তোফাজ্জল ইসলামকে ঘটনাস্থলগুলো চিনিয়ে দিচ্ছিলেন এবং ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন।

ছাত্রীদের তিনটি পাঁচতলা ভবনসহ পুরো হল জুড়ে বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা। এখানে-সেখানে দু'একটি বেড়াল ছাড়া কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। তালাবদ্ধ কক্ষগুলোর সামনে ছাত্রীদের ছড়ানো-ছিটানো স্যান্ডেল তাদের তাড়াহুড়ো করে হল ছাড়ার চিহ্ন বহন করছে। ২৩১ ও ২৩৬ নম্বর কক্ষের জানালার কাচ ভাঙা। ভেতরে ছড়ানো-ছিটানো জিনিসপত্র। ২৩৫ নম্বর কক্ষের দরজায় কর্তৃপক্ষের নোটিশে কক্ষের বাসিন্দাদের হলে ফিরে এসে দায়িত্বপ্রাপ্ত হাউজ টিউটরদের সঙ্গে সাক্ষাতের নির্দেশ রয়েছে। বিচারপতির প্রশ্নের উত্তরে হল প্রভোস্ট জানান, এ কক্ষটি চারজন ছাত্রীর নামে বরাদ্দ রয়েছে। নির্যাতিত ছাত্রীরা বলেন, ছাত্রদলের বহিষ্কৃত নেত্রীরা ওই কক্ষে থাকেন। তারা নিজেরা জানালার কাচ ভেঙে উপাচার্যকে মোবাইল ফোনে তাদের ওপর হামলা হচ্ছে বলে শুনিয়েছেন। ছাত্রীদের অভিযোগ, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকেও একই কায়দায় ফোন করে তাদের দু'জনের কাছে পুলিশ পাঠানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন লপি। এ সময় ২১২ নম্বর কক্ষের ছাত্রী লিজা জানান, পুলিশ নির্মম হামলার পর আড়কোলা করেও ছাত্রীদের ধরে নিয়ে গেছে। কাউকে কাউকে টেনেহিঁচড়ে নিচে নামানো হয়েছে। দরজায় দুমদাম লাথি মেরে ছাত্রীদের বন্ধ দরজা খুলতে বাধ্য করা হয়েছে। হলে মেয়ে পুলিশ ছিল সর্বোচ্চ ২০ জন আর পুরুষ পুলিশ ছিল কমপক্ষে ১০০ জন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রী জানান, ঘটনার রাতে তিনি সাড়ে ৩টার দিকে হৈচৈ শুরু হওয়ার পর গেস্ট রুম থেকে কক্ষের উদ্দেশে দৌড় শুরু করেন। এর মধ্যে তার পিঠে ও পায়ে ৪/৫টি লাঠি এসে পড়ে। লাঠিতে আটকে যায় তার ওড়না। তিনি ভয়ে দৌড়ে মাস্টার্স ভবনের একটি কক্ষে পালান। একটু পরেই পুলিশ ওই কক্ষে অবস্থানরত চারজনের মধ্য থেকে দু'জনকে জোর করে ধরে নিয়ে আসে।

সাক্ষ্যদাতা ২৪ ছাত্রীর একজন বীথিকা ছাত্রদল কর্মী ও বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। তিনি বললেন, প্রথমে পুরুষ পুলিশ হলে ঢুকলেও পরে তারা চলে যায়। মহিলা পুলিশ ছাত্রীদের গ্রেফতার করে। তবে কতজন মহিলা পুলিশ ছিল তা তিনি বলতে পারেননি।

বিচারপতি তোফাজ্জল ইসলাম ছাত্রীদের বলেন, এখানে শুধু ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হচ্ছে। নায়েমে সবার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এরপর তিনি যান এক্সটেনশন ভবনে। সেই ভবন থেকেও পুলিশ ছাত্রীদের ধরে এনে পরে ছাত্রদল নেত্রীদের নির্দেশক্রমে গ্রেফতার করে। পরে তিনি অডিটোরিয়াম ভবনের চারপাশ এবং প্রভোস্ট বাংলোর প্রবেশপথ এলাকা ঘুরে দেখেন। সবাই আবার নায়েমে ফিরে যান। সাক্ষ্য দিতে আসা ছাত্রীদের বিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করালেও তাদের খাবারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। দুপুর আড়াইটায় সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ছাত্রীদের যুক্ত বিবৃতি কমিশন পর্যালোচনা করে বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের ডেকে পাঠান। ওই সময় তাদের ১০ জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখে আবার তাদের ডাকা হয় এবং বিবৃতিটি পড়ে শোনানো হয়।

বিবৃতি পাঠ শেষে তাদের সম্মতি চান বিচারপতি। এরপর তাদের মধ্য থেকে নাজনিনকে রেখে বাকিদের সভাকক্ষ থেকে বাইরে পাঠানো হয়। এ সময় নাজনিনের কাছ থেকে ঘটনার রাতের বিস্তারিত বর্ণনা শোনেন কমিশন। আজ সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বাকি ছাত্রীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে এবং সম্ভব হলে পুলিশ কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য নেয়া হবে।

ছাত্রীরা জানিয়েছেন, হল ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় সাক্ষ্যদাতাদের উপস্থিতি কম। এর ওপর আছে নানা ধরনের হুমকি। লাইব্রেরি সায়েন্স বিভাগের ছাত্রী ঝুমুর বললেন, বুধবার রাতে মেরাজ নামে ডিবি পুলিশ পরিচয়ধারী একজন তাকে মোবাইল ফোনে (নম্বর-০১৭-০২২৭৮৯) হুমকি দিয়েছে। ছাত্রীরা সাক্ষ্য দিতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাদের বক্তব্য পরবর্তী সময়ে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তার দায়দায়িত্ব কে নেবে। আমাদের যদি হল প্রশাসন হয়রানি করে তখন কে দেখবে। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে কিনা এটাই তাদের জিজ্ঞাসা।

নির্যাতিত ছাত্রীদের বিবৃতি

বিচার বিভাগীয় কমিশনের কাছে পেশকৃত যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্রীরা ২২ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা তুলে ধরে বলেছেন, পুরুষ পুলিশ দিয়ে শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের নির্যাতন করা হয়। তবে হলে পুলিশ প্রবেশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রক্টরের নির্দেশে। বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন কক্ষে গিয়ে পুলিশ ছাত্রীদের নির্যাতন করে। হলের কয়েকজন হাউজ টিউটর ও সহকারী প্রক্টরদের উপস্থিতিতে পুলিশ এ নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের পর ১৮ ছাত্রীকে গ্রেফতার করে রমনা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। হলের বহিষ্কৃত সমস্যা ও অভ্যন্তরীণ প্রশাসন হলে মতবিরোধের জের ধরে এ ঘটনা ঘটে।

তারা বলেন, বহিষ্কৃতদের বিতাড়নের দাবিতে ছাত্রীদের আন্দোলন নিরসনে ২৩ জুলাই বিকালে প্রক্টর সেখানে আসেন এবং উপাচার্যকে হলে নিয়ে আসার আশ্বাস দিয়ে চলে যান। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় একজন মহিলা সহকারী প্রক্টরসহ ৪ সহকারী প্রক্টর হলে আসেন। রাত সাড়ে ১০টায় প্রবেশ করে পুরুষ পুলিশ। হল ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে ছাত্রী ও প্রক্টরদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। এ সময় বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেত্রীরা হলের ২৩৫ নম্বর কক্ষে অবস্থান করছিলেন। তারা লাশ ফেলার হুমকি দেন এবং টেলিফোনে পুলিশের প্রটেকশন চান। রাত ১২টায় ছাত্রীরা বহিষ্কৃতদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তারা জানালার কাচ ভেঙে মোবাইলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানান তাদের ওপর হামলা হয়েছে। এ সময় সহকারী প্রক্টর ও পুলিশ বহিষ্কৃতদের কক্ষে যান। রাত আড়াইটার দিকে বহিষ্কৃতদের বের করে দেয়ার দাবিতে হলের ভেতরের রাস্তায় অবস্থান ধর্মঘট পালন শুরু করলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। বহিষ্কৃতদের নির্দেশে তারা ঘুমন্ত ছাত্রীদের মারধর এবং টেনেহিঁচড়ে নিচে নামিয়ে নিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ ছাত্রীদের উদ্দেশে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও আপত্তিকর মন্তব্য করে। নির্যাতিতদের মধ্য থেকে প্রথমে ১৪ জনকে ও পরে আরও ৪ জনকে গ্রেফতার করে রমনা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সকাল সাড়ে ১১টায় দুই আবাসিক শিক্ষক সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে ছাত্রীদের মুক্ত করেন। সেখান থেকে নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেক ছাত্রী হলে না ফিরে বাসায় চলে যান।